রংপুরে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা অধ্যক্ষসহ আহত ১১

রংপুর প্রতিনিধি ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ এপ্রিল ২০১৯ ১০:০৩

রংপুর হারাগাছ কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতনভাতা নেওয়া হতো আগের নিয়মে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ সরকারি কলেজে আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমাবেশে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়।

নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তি ও পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ফি আদায় ও বেতন বাড়ানোর প্রতিবাদ সমাবেশ চলাকালীন গতকাল দুপুরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে আন্দোলনরত ১০ শিক্ষার্থী ও অধ্যক্ষ আহত হন।

হামলাকারীদের ভয়ে তিন শিক্ষার্থী অধ্যক্ষের কক্ষে আশ্রয় নেয়। এ সময় সেখানে ছাত্রলীগের নেতারা হট্টোগোল সৃষ্টি করলে পুলিশ ওই শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করেন। হারাগাছ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবদুস ছাত্তার জানান, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় আমি তাদের বাধা দিতে গিয়ে আঘাত পেয়েছি। দুপুর ১২টায় কলেজ অধ্যক্ষ আবদুস ছাত্তার সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাবেশস্থলে যান।

সমাবেশ শেষ হলে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি শারাফাত হোসেন সোহাগ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল মাহমুদ আকাশের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ১৫-২০ জন নেতাকর্মী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ক আলী আহসান জানান, অধ্যক্ষ স্যার আমাদের সমাবেশস্থলে এসে দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। আমরা খুশি হয়ে তাৎক্ষণিক সেখানে একে অন্যের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করছিলাম। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আমাদের ওপর হামলা চালায়। তবে হামলার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। তিনি বলেন, আমাদের না জানিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা সমাবেশের ব্যানার তৈরি করেছিল। এ নিয়ে আমরা কয়েকজন সেখানে তাদের কথা বলেছি। কারও সঙ্গে আমাদের কোনো হাতাহাতির ঘটনা ঘটেনি।

এ ব্যাপারে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের হারাগাছ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রাজিফুজ্জামান বসুনিয়া জানান, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমাবেশস্থলে ছাত্রলীগেরও সমাবেশ ছিল। এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিষ্টি বিতরণ করতে গেলে সেখানে তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগের হাতাহাতি হয়েছে। অধ্যক্ষের রুমে আশ্রয় নেওয়া আতঙ্কিত তিন শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে আমরা পরিবারের কাছে দিয়েছি। এখন কলেজ ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।